প্রকাশকের নিবেদন

২০০৭ সালে দিলীপদা চলে যাবার পর থেকেই প্রয়োজন অনুভব করেছি তাঁর প্রবন্ধ, গান, ছড়া, ব্যঙ্গ-রচনার একটি সংকলন প্রকাশ করার । তাঁর রাজনৈতিক জীবন আর মননের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল যে সাংস্কৃতিক ভাবনা তাকে ধরে রাখার লক্ষ্যেই শুধু নয়, গণসংস্কৃতির তথা লোকায়ত সংস্কৃতির চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে দিলীপ বাগচীর লেখাগুলি যে অপরিহার্য, এই বোধ ক্রমে প্রয়োজনকে তাগিদে পরিণত করলো । তাই ২০০৭ সালেই, কৃষ্ণনগর পুরসভা হলে দিলীপদার স্মরণসভায় গণসঙ্গীত শিল্পী বিদ্যুৎ ভৌমিক যখন সংকলনটি প্রকাশ করার ইচ্ছা জানিয়ে সাহায্য চান, তখন তাঁকে সাধ্যমত সাহায্য করে সংকলনটির প্রতীক্ষায় থাকি । কিন্তু বিদ্যুৎদা'র অসুস্থতায় কাজটি বিলম্বিত হতে হতে দীর্ঘ ছ'বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় কৃষ্ণনগরের কয়েকজন বন্ধু ও দিলীপদার অনুরাগীদের সাহায্য নিয়ে সংকলনটি প্রকাশে উদ্যোগী হই ।

দিলীপদা তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও কর্মজীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর ও নদীয়ার প্রত্যন্ত গ্রামে । গ্রামের জনজীবন ও লোকসংস্কৃতির সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে দিলীপদার শিল্পী সত্ত্বা ও সংবেদনশীল অনুভূতির মেলবন্ধনে সৃষ্টি হয়েছে অসাধারণ সঙ্গীত । পাশাপাশি সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁর চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে কিছু মননশীল প্রবন্ধ ও ব্যঙ্গ রচনায় । তাঁর এই সাংস্কৃতিক কাজের সাথে সচেতন সংস্কৃতি-মনস্ক মানুষ, বিশেষতঃ পরবর্তী প্রজন্মের সাথে পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে এই সংকলনের প্রকাশ ।

এই ধরনের একটি গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে অপরিহার্য হল অর্থ ও শ্রম । আর একটি কাজ, বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁর লেখাগুলি সংগ্রহ করা । এই কাজগুলির ক্ষেত্রে অর্থসাহায্যে এগিয়ে এসেছেন তাঁর গুণমুগ্ধ আত্মীয়, বন্ধু, সহকর্মী, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির সাথীরা, সহযোদ্ধা প্রভৃতি অনেকেই । স্বল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটির অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ সংশোধনের মত শ্রমসাধ্য কাজ সম্পন্ন করেছেন বন্ধু শংকর সান্যাল, যার সহযোগিতা ব্যতীত গ্রন্থটির প্রকাশ সম্ভব হ'ত না ।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লেখাগুলিকে সংকলনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন 'অনীক' পত্রিকার দীপংকর চক্রবর্তী (সদ্যপ্রয়াত) ও 'এবং জলার্ক' পত্রিকার স্বপন দাসাধিকারী । কৃষ্ণনগরের লোকসংস্কৃতি গবেষক শ্রী সুধীর চক্রবর্তী, দিলীপদার বন্ধু শ্রী শচীন বিশ্বাস প্রয়োজনীয় পত্রপত্রিকা দিয়ে সাহায্য করে কৃতজ্ঞ করেছেন । আরও যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন 'নদীয়া

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

দর্পণ'-এর শ্রী শিবনাথ চৌধুরী, 'প্রতিবাদী চেতনা'র শ্রী বিপ্লব দাশগুপ্ত ও 'শিগক' পত্রিকার শ্রী শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাস। প্রসঙ্গত জানাই, দিলীপদা তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন গতিশীল ও অনলস ছিলেন, তেমনি সেগুলি সংরক্ষণের বিষয়ে যথেষ্ট উদাসীন ছিলেন, যার জন্য তাঁর বেশ কিছু গান ও রচনা এই গ্রন্থে সংকলন করা গেল না।

গ্রন্থটি যদি গণসংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা নিতে পারে এবং সময়ের সাক্ষ্য বহনকারী প্রবন্ধগুলি সময়ের দাবী মেটাতে পারে, তাহলেই দিলীপদার গানের কথায় 'নতুন দিনের গান' গেয়ে 'দুনিয়াটা ঢেলে সাজানো'র স্বপ্ন রূপায়নে এই প্রকাশনার কাজটি সার্থক বলে মনে করব।

তাপস চক্রবর্তী
২৮ জানুয়ারি, ২০১৩

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।